# ডা. ভগদত্ত খীসা স্মৃতি স্মারক বৃত্তি

ডা. ভগদত্ত খীসার সহধর্মীনি মিসেস সবিতা খীসা (দেওয়ান) তাঁর প্রয়াত স্বামীর নামে এ বৃত্তি প্রবর্তন করেন। জীবনের ছায়ান্নে এসে তিনি সুদীর্ঘদিন ধরে জমানো অর্থ (খরচ না করে)উচ্চশিক্ষার এ মহতী কাজে দান করার কথা ভাবেন। এই বৃত্তির জন্য তাঁর প্রদত্ত অর্থ একটি স্থায়ী আমানতে রাখা হবে এবং শুধুমাত্র প্রাপ্ত সুদের টাকা উল্লেখিত বৃত্তি বাবদ মোনঘরের ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত গরীব ও মেধাবি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদান করা হবে।

ডা. ভগদত্ত খীসার পরিচিতিঃ ডা. খীসা ছিলেন একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক, প্রাবন্ধিক, ছড়াকার এবং চিন্তাবিদ। তিনি ১৯৩৩ সনের ১ সেপ্তেম্বর বর্তমান নান্যচর উপজেলার সাবেক্ষ্যং গ্রামে চাকমা সমাজের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা কৃষ্ণ মোহন খীসা এবং মা ষোড়শী বালা খীসা। তাঁর স্ত্রীর নাম সবিতা দেওয়ান। ডা. খীসা দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ২০০২ সনের ২ ডিসেম্বর পরলোক গমণ করেন। তাঁর দুই ছেলে ও তিন মেয়ে।

ডা. খীসার শিক্ষাজীবনের শুরু সাবেক্ষ্যং নিম্ন প্রাথমিক স্কুলে ১৯৪২ সনে। প্রথম শ্রেণীতে ছয় মাস পড়াশোনা করার পর তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পদোন্নতি দেয়া হয়। তিনি নান্যেচর মধ্য ইংরেজী স্কুলে ষষ্ট শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করার পর ১৯৪৭ সালে রাঙ্গামাটি সরকারী হাইস্কুলে ভর্তি হন। তিনি স্কুলে বরাবরই ভাল ছাত্র ছিলেন। কিন্তু ১৯৪৯ সালে সম্পূর্ণ রাজনৈকি কারণে তিনিসহ আরও প্রায় ২৫/৩০ জন ছাত্র স্কুল থেকে রাষ্টিকেট হন এবং সৌভাগ্যবশত তিনি টিসি পান এবং জে.এম. সেন ইনিষ্টিটিউতে ভর্তি হন। উক্ত ইনিষ্টিটিউট থেকে ১৯৫১ সালে প্রথম শ্রেণীতে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ডা. খীসা চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়ালেখা করার উদ্দেশ্যে ১৯৫১সালে জগন্নাথ কলেজে আই,এস,সিতে ভর্তি হন। তিনি ১৯৫৩ সালে দ্বিতীয় বিভাগে আইএসসি পাশ করেন। এরপর একই বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ১৯৫৫ সালে বিএসসি পাশ করেন। তিনি ১৯৬৩ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন। ইন্টার্নি করেন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ থেকে। ডা. খীসার অনেক সহপাঠি বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে চিকিৎসার ক্ষেত্রে খ্যাতিমান হয়েছেন। তিনিও অনায়াসে তাদের পথ অনুসরণ করতে পারতেন। কিন্তু খ্যাতির মোহ তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামের অনগ্রসর পাহাড়ি মানুষের সেবাবে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে তিনি ১৯৬৩ সনের ১৬ ফেব্রুয়ারীতে রিজার্ব বাজারের চেম্বারে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি আজীবন এ চেম্বারে বসে নিরলসভাবে এতদ্ঞ্চলের পাহাড়ি মানুষের চিকিৎসা সেবা দিয়ে গেছেন।

চিকিৎসা পেশার পাশাপাশি তিনি সাহিত্য সেবায়ও মনোনিবেশ করেছিলেন। একাধারে তিনি ছিলেন সংস্কার মুক্ত শিল্প সাহিত্যের সাধক। তাঁর চাকমা ও বাংলা ভাষায় লিখিত ছড়া ও কবিতা, গল্প এবং প্রবন্ধ বিভিন্ন কলেজ সাময়িকী, সংকলন, লিটল ম্যাগাজিন ইত্যাদিতে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কিছু চাকমা গানও রচনা করেছেন। এসব গানের মধ্যে ধান খেলে মুরত যা পানি খেলে ছড়াত যা এবং ভীন পাড়াল্যা বৌ চেলে খুবই জনপ্রিয়। তাঁর এসব গতিশীল সাহিত্যকর্ম সুশীল সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। তিনি নাটকও অনুবাদ করেছেন। বিখ্যাত ফরাসী লেখকের বই (মঁলিয়ের) থেকে শওকত ওসমান অনুদিত নিমহাকিন নাটকের অবলম্বনে তাঁর অনুদিত "অহ্য় নয় বৈদ্য" বিভিন্ন সময়ে মঞ্চস্থ হয়েছে। তিনি বিভিন্ন সময়ে চাকমা চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়েও গবেষণা করার প্রয়াস পেয়েছেন। চাকমা চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'চাকমা তালিক চিকিৎসা' ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। শেষ জীবনে তিনি এতদ্ঞ্চলের জুম্ম লেখকদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। তিনি ২০০১ সালের ১৫ অক্টোবর গঠিত 'জুম্ম লেখক ফোরাম'-এর প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ছিলেন এবং পরবর্তীতে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে দায়িত্বরত ছিলেন।

মিসেস সবিতা খীসার পরিচিতিঃ মিসেস খীসা ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ১০ আগস্ট রাঙ্গামাটির মহালছড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম পুলিন চন্দ্র দেওয়ান এবং মাতার নাম নিরূপমা দেওয়ান । তাঁরা ছিলেন মোট এগার ভাই-বোন যাদের তিন ভাই এবং আট বোন। তিনি ১৯৫৭ সালে রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করেন। এরপর তিনি ১৯৫৯ সালে হলিক্রস কলেজ থেকে এইসএসসি পাশ করেন। ১৯৬০ সালে ডা. খীসার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সাংসারিক জীবনের কারণে কয়েক বছর লেখাপড়ায় বিরতি দিয়ে ১৯৬৯ সালে তিনি রাঙ্গুনিয়া কলেজ থেকে বিএ পাশ করের। একাডেমিক জীবনে তিনি নাচতেন এবং গানও গাইতেন। তিনি সেলাইয়ের কাজেও পারদর্শী।

ডা. খীসা এবং মিসেস খীসার দুই ছেলে এবং তিন মেয়ে। সবচেয়ে বড় মেয়ে জোলমা খীসা অবঃ মেজর তপন বিকাশ চাকমার স্ত্রী একজন গৃহীনি। এরপর ডা. পরশ খীসা একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক যিনি রাঙ্গামাটির শেভরন পরিচালনা করেন এবং ঔখানেই চেম্বারে বসেন। মেঝো মেয়ে ডা. জয়িতা খীসা নানিয়ারচর উপজেলার সরকারী ডেন্টাল সার্জন। এরপর মেক্সিম খীসা বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় স্ব-পরিবারে বসবাসরত। সবচেয়ে ছোট মেয়ে জিনিয়া খীসা কানাডার নাগরিক। মিসেস খীসা বর্তমানে ডা. পরশ খীসা ও মিসেস পরশ খীসা এবং নাতি-নাত্নিদের নিয়ে উত্তর কালিন্দীপুরে বসবাস করছেন।